PRESS RELEASE

বার্ষিক কনসার্ট 'Chrysalis'

দিল্লি পাবলিক স্কুল (জোকা) সাউথ কলকাতা

কেউ কারও থেকে কম যায় না। ছোট্টরা প্রথমদিন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করল। জমিয়ে দিল অনুষ্ঠান। তো পরের দিন দাদা ও দিদিরাও স্টেজ মাতিয়ে দিল। ছোটরা যখন 'আলিবাবা চল্লিশ চোর' করে হাততালি পেল। পরে বড়রাও নিজেদের ব্যান্ড নিয়ে দুর্দান্ত গান করল। নাচ ও নাটকের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করে নিল। সম্প্রতি দিল্লি পাবলিক স্কুলের (জোকা) সাউথ কলকাতা, দু'দিনব্যাপী জাঁকজমক বার্ষিক অনুষ্ঠান 'Chrysalis'-এ জমিয়ে দিল সেখানকার ছাত্র ও ছাত্রীরা। শুধু অনুষ্ঠান করা হয়, এর মাধ্যমে নানা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা। এই কনসার্ট ঘিরে পড়ুয়াদের সঙ্গে সঙ্গে টিচারদের উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। দু'দিনের অনুষ্ঠানে প্রথমেই স্কুলের নানা ক্ষেত্রের কীর্তি পড়ুয়াদের ট্রফি ও মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনাও ছিল খুবই ভাল। শীতের সন্ধ্যায় একে তো অনবদ্য মঞ্চ। তার উপর হরেক রংয়ের আলোয় স্কুল চত্বর হয়ে উঠেছিল মায়াময়। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিদ্যা ভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট শ্রী রাম বিলাস আগরওয়াল, দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রো-ভাইস চেয়ারপার্সন শ্রী পবনকুমার আগরওয়াল, দিল্লি পাবলিক স্কুলের (জোকা) ডিরেক্টর বেলা আগরওয়াল, স্কুলের প্রিন্সিপাল ঋতুপর্ণা চ্যাটার্জী, স্কুলের হেড মাস্টার রাজীব ভট্টাচার্য-সহ আরও বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে প্রিন্সিপাল বলেন, "শুধু পড়াশোনা নয়, ছাত্র ও ছাত্রীরা যাতে সর্বাঙ্গীণভাবে তৈরি হতে পারে, সেটাই প্রধান লক্ষ্য থাকে। স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতি চর্চার উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।" আর ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠানটির দিনের সংখ্যা যাতে আরও বাড়ানো যায়, আরও জাঁকজমকপূর্ণ করা যায়, সে ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা রয়েছে বলে জানালেন স্কুলের হেড মাস্টার।

Copyright © 2019 Pratidin Prakashani Pvt Ltd. All rights reserved